হে কৃষ্ণ আমায় ক্ষমা কোরো

হে কৃষ্ণ আমায় ক্ষমা কোরো,
ফলের আশা না করে কর্ম করে যাওয়া
আমার সম্ভব নয়।

দশ মাস ও দিনের যন্ত্রনা ভোগের সুখ আখেরে
ফললাভে অন্ধকারাগারেও, জানেন দেবকী।
বৃন্দাবনে তব লীলাখেলা ছলে কি সেই সঙ্গসুখ
তব প্রেমরসে কেমনে ফল লাভ, বোঝেনা রাধাকি।
বুঝেও নাবুঝে অবুঝ সে তুমি, শোনাও অমৃতবাণী
মর্তের আমি প্রেমলোভী, আমার সম্ভব নয়।

স্বপ্নের ক্রেতা বিক্রেতার ভীড়ে, আশা নিয়ে বুকেই
জন্ম নেয় নানা দেশে নানা নাম, এদেশে নন্দীগ্রাম।
দিন বদলের আশা নিয়ে বুকে, বাজি রাখে নিজ প্রাণ
ঠিক এগারোয় বাণিজ্য বসতে তাই আঘাত হানে উড়ান।
হেথা পান্ডব–কৌরব কেন লড়ে চলে আজও, তুমি জানো !
দিন আনি দিন খাই, আমার সম্ভব নয়।

প্রবল খরায় ধরায় ফাটা বুক চিরে পিপাসী নবীন
করে কিসের কামনা ? কিংবা ফতেমা বিবি বন্যার
করাল গ্রাসে কেন সাঁতরে ওঠে পাড়ে ? আজও
আঁধার গলির বাঁকে ফুলমতিরা বিকোয়, কেন ?
তুমি সবই জানো, তবুও হাসি মুখে শোনাও সে বাণী।
এখানে স্বর্গ নয়– প্রতি মুহূর্তে বাঁচি, আমার সম্ভব নয়।

কর্ম অবসরের অর্থ ধুয়ে মুছে, কন্যা বিদায় করি
আমি আশাবাদী পিতা। বছর ঘুরে সাদা চাদরে মুড়ে
অগ্নিদগ্ধ সেই মেয়েরই যখন সাজাই চিতা, জ্ঞান দিও না
হে প্রাণনাথ, নব আত্মীয়ের হ্যাঁ আমি শান্তিকামী।
তোমার সেই বাণী অমূল্য অমৃত জানি, তবুও
ক্ষমা কর মোরে, আমার সম্ভব নয়।

তোমার অমৃতবাণী অমান্য হেতু তুমি অভিমানি
জানি আশাহত হও তুমিও। হাঃ হাঃ হাঃ–
ঠিক এইখানেই তুমি আর আমি একই আত্মা ও দেহ।

[২]

পান্ডবেরই জয় চাওনি কি তুমি ? ছিলে নাকি তুমি
পান্ডবেরই কর্মফলের আশাবাদী ? তাই শুধাই সারথী
দাও বলে তুমি – তোমায় মানি, নাকি অমৃতবাণী ?

তাই, হে কৃষ্ণ আমায় ক্ষমা কোরো,
ফলের আশা না করে কর্ম ! জানি না
কি করে হয়, আমার সম্ভব নয়।

# # # # #

উত্তরায়ণ দেব
৮ই মার্চ ,২০০৯ / শিলিগুড়ি